জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নমুনা মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২১শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 5th Mar. 1952 | ৪১শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

খাদ্য

—•—

জীব মাত্রেরই বাঁচিয়া থাকিতে হইলে খাদ্যই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আমাদের বাঙলা দেশে মানুষের প্রধান খাদ্যই অন্ন। এই অন্ন হয় ধান্য হইতে। ধান্য কৃষিকার্য্যের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের দেশের নিরক্ষর অবহেলিত কৃষককুল যে আমাদের অন্নের উৎপাদক এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চাষ করে বলিয়া কৃষকের অপর নাম চাষা। পৌরাণিক যুগে রাজর্ষি জনক নিজ হস্তে লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিতেন। ভগবান কৃষ্ণের অগ্রজ বীরবর বলরাম স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিতেন। এখনও বলরামের স্কন্ধে লাঙ্গল দিয়া তাঁহার মূর্ত্তি গঠন করিতে হয়। পুরাকালে কৃষিকার্য্য আর্য্যগণের প্রধান কর্ত্তব্যের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইত। সে যুগের পণ্ডিতরা সংস্কৃত ভাষায় বলিয়াছেন—

অন্নং প্রাণা বলঞ্চান্নং
অন্নং সর্ব্বার্থসাধকং।
দেবাসুরা মনুষ্যাশ্চ
সর্ব্বে চান্নোপজীবিনঃ॥
অন্নন্তু ধান্য সম্ভূতং
ধান্যং কৃষ্যা বিনা ন চ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য
কৃষিং যত্নেন কারয়েৎ॥

অর্থ:—অন্নই প্রাণ, অন্নই বল, অন্নই সর্ব্বার্থ-সাধক। দেবতা, অসুর এবং মনুষ্য সকলেই অন্ন খাইয়া জীবন ধারণ করেন। অন্ন হয় ধান্য হইতে আবার কৃষিকার্য্য ভিন্ন ধান্য হয় না। অতএব সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যত্নের সহিত কৃষিকার্য্য সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

আজ "চাষা" শব্দটী গালাগালি বলিয়া গণ্য হইতেছে। কেহ যদি কাহাকেও চাষা বলে, তাহাতে তাহার অপমান বলিয়া বোধ হয়। আমাদের দেশের কৃষককুল অধিকাংশই লেখাপড়ার বড় একটা ধার ধারিত না। ছেলে পাঁচ কিম্বা সাত বৎসরের হইতেই তাহার হাতে পাঁচনী নামক গো-তাড়ন দণ্ড দেওয়া হইত। এই সকল বালকের পিতা-মাতারা ছেলেদিগকে পাঠশালায় পাঠাবার বিরোধী ছিলেন। তাঁদের মুখের কথাই ছিল—চাষার ছেলে লেখাপড়া শিখে কি করবে। ভদ্রলোক-দের ছেলের মত ছক্কা পাঞ্জা—হয়কে নয়, নয়কে হয় করতে শিখবে। পাঁচনী ছিল তাদের কৃষিকার্য্যের হাতে খড়ি। যেমন যেমন বয়স হতো তেমনি তেমনি এক আধটুকু ক'রে লাঙ্গল ধরতে শিখতো। লাঙ্গল বাহিতে শিখলেই মা বাপে মনে করতেন—বাছা আমার মানুষ হ'য়েছে, আর দুখ কদিন থাকবে? হালের মুঠো ধরতে শিখলে আর অভাব কি? নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনায় নিজেদের সক্ষমতা এবং তথাকথিত ভদ্রসমাজভুক্ত অকর্ম্মা প্রাণীগুলির অক্ষমতা তুলনা করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিত। আমরা আমাদের প্রতিবেশী কৃষক প্রেমলাল দাদার মুখে গান শুনিয়া সে গানটী মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি। এখনও গানটীর প্রতি শব্দের সত্যতা অনুভব করিয়া আনন্দ পাই। প্রেমলাল দাদা গান গাইতেন—

পাপ না হ'লে পুণ্যের কি মান্য হতো!
সবাই যদি রাজা হতো রাজস্ব বা
কে দিতো!
দেশের বিচার কি সূক্ষ (সূক্ষ্ম),
দেখে হয় মনে দুঃখ,
দেশের যারা অন্নদাতা তারাই সব মূর্খ,
এ সব মূর্খ নইলে পণ্ডিতেরা
পঞ্জিকা চুষে খেতো।
পাপ না হ'লে পুণ্যের কি মান্য হতো।

সত্য সত্যই আজ পঞ্জিকা চুষিয়া খাইতে হকদার পণ্ডিতজীর দল বে-আইনী আইন তৈরী করিয়া, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া নিজেদের এবং দেশের খাদ্য-সমস্যার সমাধান করে তাহাদের শ্রম-লব্ধ ধান্য জোর করিয়া নিজেদের খেয়াল খুসি মত নির্দ্দিষ্ট দাম স্থির করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইংরাজ কৃত এই লুটের আইন তাহাদের বাঁধনমুক্ত তথা-কথিত স্বাধীন দেশেও সমানে চলিতেছে দেখিয়া মনে হয়—

কেউ মরে বিল ছিঁচে কেউ খায় কই।
যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসব

—•—

এই হা-অন্নের দেশে যে কোনও উৎসব ক্ষুধাতুরের নিকট উৎপাত বলিয়া অনুভূত হইলেও, যার কর্জ্জা জ্ঞান আছে সে কি পাঁচ জনকে কলা দেখাইবার সুযোগ ছাড়িতে পারে! দিল্লী মহানগরীতে এই উৎসব ও তদানুষঙ্গিক নাচন কুঁদন হইয়া গিয়াছে। এইবারে সেই ঢেউ আসিয়াছে কলিকাতায়। খবরের কাগজে সমস্ত চিত্রতারকার মধ্যে উপবিষ্ট ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ওরফে ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরুজীকে দেখিয়া নীলাকাশে উজ্জ্বল তারকাবৃন্দের মধ্যে অবস্থিত পূর্ণচন্দ্রের কথাই মনে পড়ে। ইঁহাদের সঙ্গগুণে বিগত যৌবন নেহেরুজী মনের আনন্দে বলিয়া ফেলিয়াছেন যে তিনিও একজন অভিনেতা। তিনি যে "নেতা" তাহা তাঁহার অতি বড় বিরুদ্ধবাদীও স্বীকার না করিয়া পারে না। "অভি" একটী উপসর্গ। নেতা যদি উপসর্গযুক্ত হইয়া অভিনেতা হয়, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে। তাঁহার আবাল্য অভিনয় দেখিতে দেখিতে ভারত চমৎকৃত হইয়াছে। স্বাধীন ভারত তাঁহার নানারূপ চমকপ্রদ অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। অন্নহীন, বস্ত্রহীন ভারত নাট্যাভিনয় শাঠ্যাভিনয় সব দেখিতে দেখিতে সাগ্রহে এই অভিনয়ের যবনিকা পতনের অপেক্ষা করিতেছে।

বিখ্যাত কাগজ ব্যবসায়ী রঘুনাথ দত্ত

—•—

স্বনামধন্য কাগজ ব্যবসায়ী স্বর্গীয় ভোলানাথ দত্ত মহাশয়ের কৃতী মধ্যম পুত্র রঘুনাথ দত্ত মহাশয় আর ইহলোকে নাই। গত ২২শে ফাল্গুন মঙ্গলবার তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইয়াছে। বেলা প্রায় ১১ ঘটিকার সময় সহধর্ম্মিণী, ৮টী পুত্র, ৩টী কন্যা, বহু পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, স্বজন, আত্মীয় ও বন্ধু পরিবেষ্টিত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সাধনোচিতধামে গমন করিয়াছেন। রঘুনাথ দত্ত মহাশয় যেমন তাঁহার পিতৃদেবকে তাঁহার বিশাল ব্যবসায়ের ঝামেলা হইতে অবসর দিয়া শেষ বয়সে ভগবচ্চিন্তার সুযোগ দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার

আটটী পুত্রের মধ্যে সাতটীই রঘুনাথ বাবুকে কিছু দিন হইতে স্বাস্থ্য লাভের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার মধুপুরস্থ স্বাস্থ্যনিবাসে কালাতিপাত করিবার সুযোগ দিয়া যোগ্যতানুসারে কারবারের বিভিন্ন বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়া পিতৃদেবকে নিশ্চিন্ত করিয়াছিলেন। রঘুনাথ বাবু সস্ত্রীক মধুপুরেই ছিলেন। সকলের অগোচরে গঙ্গাহীন প্রদেশে থাকিয়া মহাপ্রস্থান যেন বিধাতার কাম্য নয় বলিয়া তিনি কলিকাতার বাসভবনে চলিয়া আসিয়াছিলেন। মঙ্গলবার অপরাহ্নকালে বহুস্বজন, বন্ধু ও গুণমুগ্ধগণ শোকযাত্রাসহ তাঁহার শবানুগমন করেন। নিমতলা ঘাট মহাশ্মশানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাণিকলাল দত্ত পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্য সমাপন করেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে আমরা ৺ভোলানাথ দত্ত মহাশয়ের এবং তাঁহার কাগজ ব্যবসায়ের জীবনস্বরূপ রঘুনাথ বাবুর সহিত পরিচিত। কলিকাতা হইতে ১৫৭ মাইল দূরের ক্ষুদ্র মুদ্রাযন্ত্রের পরিচালক বলিয়া আমাদের কখনও ধার বাকিতে কাগজ দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। রঘুনাথ বাবুর বিয়োগে আমরা স্বজনবিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। আমরা তাঁহার পত্নী, পুত্র ও স্বজনগণের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

কবিরাজের পরলোক

রঘুনাথগঞ্জের প্রবীণ কবিরাজ অতুলচন্দ্র সেন মহাশয় গত ১৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার নশ্বর মানব দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় "প্রষ্ট্রেটেড গ্ল্যাণ্ড" অস্ত্রচিকিৎসার জন্য কলিকাতার ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে অস্ত্রোপচার করাইয়া রবার নলের সাহায্যে প্রস্রাব ত্যাগ করিতেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হইতে না পারিয়া তাঁহার মধ্যম সহোদর শ্রীঅসীমকৃষ্ণ সেনের কলিকাতার বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। কিছুদিন হইল বাড়ী আসিয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ৪ পুত্র ও একমাত্র কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় গৃহস্থ জীবনেও যথাশক্তি বৈষ্ণবাচার পালন করিতেন। আমরা তাঁহার বিয়োগকাতর পুত্র কন্যাদির শোকে সমবেদনা জানাইয়া পরলোকগত আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে মৌজে নিস্তার সামীল খড়খড়ী নদীর জলকর জমা আগামী ১৩৫৯ সালের জন্য একবৎসর মিয়াদে মৎস্য ধরার অধিকার বিক্রয়ার্থে বর্ত্তমান সনের ১লা চৈত্র শুক্রবার তারিখে বেলা ২টার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর সদর কাছারী কাঁকুড়িয়ায় নিলাম ডাকে বন্দোবস্ত করা হইবে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ উক্ত দিবস উক্ত সময় উপস্থিত হইয়া ডাক করিতে পারিবেন সর্ব্বোচ্চ ডাককারীকে নিলাম ডাকের টাকা নগদ দিয়া রসিদ গ্রহণ করিতে হইবে এবং তৎপর কবুলিয়ত সম্পাদন করিয়া রেজেষ্ট্রী করিয়া দিলে পর বন্দোবস্তী আদেশপত্র দেওয়া যাইবে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় এখানে অনুসন্ধান করুন। ১৩৫৮ তাঃ ২১শে ফাল্গুন।

শ্রীমণিমোহন চৌধুরী, কাঁকুড়িয়া।

নোটিশ

মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ড

গুজারঘাট সমূহের নিলামে ইজারা বন্দোবস্ত

১। মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের পরিচালনাধীন সমস্ত গুজারঘাটের নিলাম ডাক বহরমপুরস্থ মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ড অফিসে আগামী ২৫শে মার্চ্চ, ১৯৫২ তারিখে মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে আরম্ভ হইবে।

২। বঙ্গীয় গুজারঘাট আইনের (১৮৮৫ সালের ১ আইন) বিধান সমূহ অনুসারে নিলাম ডাক পরিচালিত হইবে।

৩। যাঁহার নামে নিলাম ডাক মঞ্জুর হইবে তাঁহাকে ডাকের সিকি টাকা সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হইবে এবং উক্ত নিলাম ডাককারীর ইজারা বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ টাকা "আর্নেষ্ট মনি" হিসাবে জেলা বোর্ডের নিকট গচ্ছিত থাকিবে।

৪। যদি কোন পক্ষ ইচ্ছা করেন গুজারঘাট বন্দোবস্তের মেয়াদ এক বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে এবং সেইমত নিলাম ডাকা যাইতে পারিবে।

৫। যে সকল নিলাম ডাককারী গুজারঘাট পরিচালনার ভার গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে পারাপারের জন্য যন্ত্রচালিত জলযান ব্যবহারের নিশ্চয়তা দিতে পারিবেন তাঁহাদের ডাক অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৬। এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিস্তৃত বিবরণ মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের বহরমপুর অফিসে পাওয়া যাইবে।

জে, সি, তালুকদার
ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট—অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটর
মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ড, পোঃ আঃ বহরমপুর।

বিরাট
কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

স্থান—রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক

(৯ই হইতে ১৭ই মার্চ্চ)

প্রত্যহ বেলা দুই ঘটিকায় খোলার ব্যবস্থা

আগামী ৯ই মার্চ্চ রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে এক বিরাট প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে। প্রদর্শনী ৯ দিন স্থায়ী থাকিবে। কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ প্রদর্শনীতে খোলা হইবে ও উহাতে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে।

প্রদর্শনীতে চলচ্চিত্র, যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান, ম্যাজিক প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রদর্শনীর বিভিন্ন কার্য্যসূচীর সঙ্গে ১৩ই মার্চ্চ পশু-পক্ষী প্রদর্শনী (মাত্র একদিনের জন্য) ও ১৪ই মার্চ্চ শিশু-প্রদর্শনী হইবে।

১৪ই মার্চ্চই মহিলা দিবস। ঐ দিন প্রদর্শনী কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য খোলা থাকিবে।

মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বিবিধ প্রমোদানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও ঐ দিনে থাকিবে।

ষ্টল ভাড়া, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ ও নিয়মাবলীর জন্য জঙ্গীপুর মহকুমা শাসকের আফিসে অথবা মহকুমা কৃষি আফিসে খোঁজ লউন। এই মহকুমার থানা অথবা ইউনিয়ন কৃষি কর্ম্মচারীদের নিকটে কিম্বা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টদের নিকটেও খবরাদি জানা যাইবে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৭ই মার্চ্চ ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

১৩ থাং ডি: বরদাশঙ্কর ঠাকুর দেং হাজি কেফাতুল্লা মৃতাস্তে সামসুল হক সরকার দিং দাবি ১০২।৶০ থানা সাগরদীঘি মৌজে লালিপালি ৮-৮২ শতকের কাত ১৫।৶০ আঃ ২০৲ থং ৫৮

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২১শে এপ্রিল ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৭১৭ থাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং শ্যামাপদ সাহা দিং দারি ৬৯৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বৃন্দাবনপুর ২৬০ শতকের কাত ৫।০ আঃ ১০৲ থং ৮৭ রায়ত মোকররী

৭১৮ থাং ডিঃ ঐ দেং মহেন্দ্রনাথ রায় দিং দাবি ১১৫৸৬ থানা ঐ মৌজে দক্ষিণপাড়া ২৬২ শতকের কাত ১২।৶৩ আঃ ১০৲ থং ৩২৭ রায়ত স্থিতিবান

৭১৯ থাং ডিঃ ঐ দেং হাজি আমিরুদ্দিন বিশ্বাস দিং দাবি ১৮২।৶৩ থানা ঐ মৌজে গনকর ৫৮৫ শতকের কাত ২৪৸৶০ আঃ ১০৲ খাস থং ৫২ ঐ স্বত্ব

৬৬৫ থাং ডিঃ সেবাইত রাধাবল্লভ নাথ দেং ভোলানাথ সাহা দিং দাবি ৩৯৸৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দফরপুর ৮৪ শতকের কাত ২৸৶১ আঃ ৫৲ থং ২৬৮ রায়ত স্থিতিবান

৪১৭ থাং ডিঃ উমাচরণ দাস দিং দেং বেদু খাতুন বিবি দাবি ৩১৸৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বহড়া ১-৩৬ শতকের কাত ৪।৶৯ আঃ ৫৲ থং ৩১

৪২৬ থাং ডিঃ ঐ দেং ভুজঙ্গভূষণ সাহা দিং দাবি ২৯৸৶০ থানা ঐ মৌজে মহাম্মদপুর ১-৯২ শতকের কাত ৬৸০ আঃ ১৫৲ থং ৬৪

৬৯৭ থাং ডিঃ সেবাইত পশুপতি চক্রবর্ত্তী দিং দেং কিরিটীভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় দাবি ৯৬৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নাইত বৈদড়া ২-৬৬ শতকের কাত ১৬৲ আঃ ৫০৲ থং ৪০৭ রায়ত স্থিতিবান

৬৯৮ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৬৷৶৩ মৌজাদি ঐ ৮৭ শতকের কাত ৫।৩ আঃ ১৫৲ থং ১৪৪ ঐ স্বত্ব

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত